সিডনীতে হুমায়ূন আহমেদ
স্মরণ সভা 'আমার আছে জল' অনুষ্ঠিত

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে বিগত ২৬শে আগস্ট, রবিবার রকডেল ইউনাইটিং চার্চ হল, সিডনীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক বিশেষ স্মরণ সভা 'আমার আছে জল'। কবি ও শিল্পী লরেন্স ব্যারেল এর ব্যক্তিগত উদ্যেগে আয়েজিত এ মহতী সভায় সিডনীর সকল স্ত্মরের কবি সাহিত্যিক শিড়্গাক আইনজীবী রাজনৈতিক নেতা সাংস্কৃতিক কর্মী ও সুধীজন অংশগ্রহন করেন। হুমায়ূন আহমেদ রচিত গান কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক ও চলচিত্রকে ঘিরে সমুদয় সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিলো প্রাণবন্ত্ম । সভার শুরন্নতে প্রয়াত লেখকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এক মিনিট নিরবতা পালন ও ড: কাইউম পারভেজ লেখকের আত্মার শান্তি্মর জন্য দোয়া করেন । মোস্ত্মফা কামাল প্রিয় লেখকের উপর একটি স্বল্প সময়ের ফুটেজ বড় পর্দায় পরিবেশন করেন। আলোচকগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর রচনার পর্যালোচনা করেন। ড: কাইউম পারভেজ বলেন, হুমায়ূন আহমেদ এমনই একজন লেখক ছিলেন যাঁর মৃত্যুকে গোটা দেশ শোকাহত এবং তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেই আজ আমরা সুদূর অস্ট্রেলিয়াতে থেকেও এ স্মরণসভার তাগিদ অনুভব করছি। বাংলা সাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদ রচনার প্রয়োজনীতার কথা উলেস্নখ করে ড: শাফিন রাশেদ একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ড: সেলিম আখতার এবং শরিফুল হক মলয় হুমায়ূন আহমেদ রচনাবলীর গভীর বিশেস্নষন করেন এবং তাঁর লেখার ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণ নিরূপন করেন। জনপ্রিয় যাদুশিল্পী এম এ জলিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন। লেখকের সাথে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং যাদু শিল্পের প্রতি হুমায়ূন আহমেদের গভীর ভালোবাসা ও অধ্যায়নের কথা আবেগময় ভাষায় উলেস্নখ করেন । বাসভূমি'র সম্পাদক ও কলামিস্ট আকিদুল ইসলাম বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের আজ যে বিচার হচ্ছে এর প্রথম কাজটি শুরন্ন করেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ । লেখক পাখির মুখে উচ্চারিত করেছিলেন 'তুই রাজাকার' শব্দটি । এ ছাড়াও বিশেষ বক্তব্য রাখেন যুবলীগ ও জনপ্রিয় পত্রিকা মুক্তমঞ্চ'র সম্পাদক আল নোমান শামীম, ব্যারিস্টার সিরাজুল হক, প্রবীন রাজনীতিবিদ গামা আব্দুল কাদির, ড: রতন কুন্ডু, নেয়ামুল বারী নেহাল, সম্পাদক লুৎফর রহমান শাওন ও একুশে একাডেমী'র সভাপতি অভিজিৎ বড়ুয়া। নাসরিন মোজাম্মেল অত্যন্ত্ম সাবলীল ভাবে প্রিয় লেখকের সাথে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ননা করেন। বরেন্য লেখক হুমায়ূন আহমেদ রচিত কয়েকটি জনপ্রিয় গান ও আবৃতি আলোচনার মাঝে মাঝে পরিবেশিত হয়। সুপরিচিত নাট্যজন শাহীন শাহনেওয়াজের কন্ঠে 'মাতাল জোছনা' কবিতা এবং সুকন্ঠী অমিয়া মতিন ও পিয়াসা বড়ুয়া'র কন্ঠে 'যদি মন কাঁদে' 'ও আমার উড়াল পংখীরে' এবং 'চাঁদনী পসর রাইতে কে স্মরণ করে' গানগুলো উপস্থিত দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে এবং সভায় এক ভিন্ন দ্যেতনার রূপদান করে। আয়োজক ও সঞ্চালক লরেন্স ব্যারেল আগত সবাইকে আন্ত্মরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অবিসংবাদিত লেখক হুমায়ূন আহমেদ রচনা সামগ্রীর জাতীয়ভাবে সংরড়্গান ও চর্চা প্রয়োজন। পরিশেষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ স্মরণ সভা 'আমার আছে জল'এর সমাপ্তি হয়।